ইউনিট ৬

বাংলায় আফগান ও মোগলদের শাসন

ভূমিকা

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান হয়। মোগল সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহের অধিকার থেকে গৌড় দখল করে নিলেও তা ধরে রাখতে পারেননি। হুমায়ুনের পরাজয়ের পর বাংলা-বিহার অঞ্চল আফগানদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তাদের মধ্যে দুই বংশের শাসকরা এ সময় বাংলার ক্ষমতায় আসে। শেরশাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন শূর বংশের। পরবর্তী শাসকরা ছিলেন কররানী বংশের। কররানী বংশের শাসক দাউদ খানের হাত থেকে মোগল সম্রাট আকবর বাংলা কেড়ে নেন। সূত্রপাত ঘটে বাংলায় মোগল শাসনের। কিন্তু আকবরের শাসনামলে মোগল অধিকার বাংলার উত্তর-পশ্চিম এলাকাতেই সীমিত থাকে। পূর্ববঙ্গসহ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে অনেক স্বাধীন জমিদার ছিল যারা মোগল শাসন সহজে মেনে নেয়নি। তাঁদের বলা হতো বারভূঁইয়া। তাঁরা মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আকবরের সেনাপতিরা তাঁদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সুবাদার ইসলাম খান বারভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

- ➔ পাঠ ১ : বাংলায় আফগান শাসন
- ➔ পাঠ ২ : সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়
- ➔ পাঠ ৩ : বাংলার বারভূঁইয়া

পাঠ-১ : বাংলায় আফগান শাসন (১৫৩৮-৭৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
☞ শূর আফগান বংশের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ কররানী আফগানদের শাসনকাল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

১.১ বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলায় আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শের খান শূর। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার ও বাংলার দখল নিয়ে এ আফগান নেতা মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ছিলেন বিহারে অবস্থিত সাসারাম অঞ্চলের জায়গীরদার। সমগ্র ভারতের অধিপতি হবার স্বপ্ন ছিল তাঁর মনে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শের খান শক্তিশালী চুনার দুর্গ ও বিহার অধিকার করে নেন। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দু'বার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। বাদশাহ হুমায়ুন অনুভব করলেন যে শের খানের কার্যকলাপকে আর উপেক্ষা করা যায় না। তিনি প্রথমে চুনার দুর্গ ও বিহার শের খানের নিকট থেকে কেড়ে নেন। পরে তাঁকে ধাওয়া করে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হন। রণকুশলী শের খান যুদ্ধে না জড়িয়ে বাংলা ত্যাগ করেন। সে সুযোগে হুমায়ুন গৌড় দখল করে নেন (১৫৩৮ খ্রি.)। গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদসমূহ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তিনি এর নাম দেন জান্নাতাবাদ। জাহাঙ্গীর কুলীকে তিনি বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং গৌড়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোগল সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দিল্লি ফেরার পথে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের খানের সঙ্গে হুমায়ুনের তুমুল যুদ্ধ হয় (১৫৩৯ খ্রি.)। হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। আফগান নেতা শের খান 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করে বিহারের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ত্বরিতগতিতে গৌড় আক্রমণ করে মোগল শাসক জাহাঙ্গীর কুলী ও তাঁর অনুচরদের নিহত করে তিনি বাংলা অধিকার করে নেন। একই বছর অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে তিনি পুনরায় হুমায়ুনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। এর ফলে বাংলা আবার দিল্লির অধীনে চলে যায়। চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

১.২ বাংলায় শূর আফগান বংশের শাসনকাল

শেরশাহ শূর-এর বংশের শাসনকালই বাংলার ইতিহাসে শূর-আফগান বংশের শাসনামল নামে পরিচিত। শের শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৪৫-৫৩ খ্রি.) বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আফগান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এ সুযোগে আফগান শাসনকর্তা মুহম্মদ শাহ শূর বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আরাকানের মগরা চট্টগ্রাম দখল করে। মগদের পরাজিত করে মুহম্মদ শাহ চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন এবং আরাকান অধিকার করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাসের কারণে দিল্লি দখল করার চেষ্টা করে তিনি আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর হাতে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৫ খ্রি.)। মুহম্মদ শাহের পুত্র বাহাদুর শাহ শূর পিতার মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেন আদিল শাহ শূরকে নিহত করে। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই জালাল শাহ শূর গৌড়ের সুলতান হন। তিনি তিন বছর রাজত্ব করেন। এরপর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে গিয়াসউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি বাংলার সিংহাসন দখল করে। এর ফলে বাংলায় শূর আফগান বংশের শাসনের অবসান হয়।

১.৩ কররানী আফগান বংশের শাসনকাল (১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রি.)

'কররানী' আফগানদেরই অন্য একটি বংশের নাম। এ বংশের তাজ খান ও সুলায়মান খান শের শাহের সেনাপতি ছিলেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে তাজ খান সেনাপতি ও সুলতানের পরামর্শদাতা ছিলেন। বাংলার সিংহাসনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। গিয়াসউদ্দিন যখন শূর-আফগানদের ক্ষমতা কেড়ে নেয় তখন সুযোগ বুঝে তিনি গৌড় আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা জয় করেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কররানী বংশের শাসন।

তাজ খান কররানী অল্পদিন রাজত্ব করে মারা যান। পরে তাঁর ভাই সুলায়মান কররানী বাংলার সুলতান হন। তিনি ছিলেন একজন সুচতুর ও দক্ষ শাসনকর্তা। আফগান সর্দারদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি বাংলা ও বিহারে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। উড়িষ্যাতেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পুত্র বায়েজিদ এবং সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয়ের নেতৃত্ব দেন। কুচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ কররানী রাজ্য জয় করার জন্য যে বাহিনী পাঠিয়েছিল তারা সুলায়মান কররানীর সৈন্যদের কাছে চরম পরাজয় বরণ করে। তিনি তাঁর বিজ্ঞ বিবেচনা ও কৌশলী নীতি দ্বারা মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন। সে কারণে আকবর কররানী রাজ্য আক্রমণ করার কোন অজুহাত পান নাই। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে

সুলায়মান কররানীর মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বায়েজিদ। তিনি একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন এবং আফগান সর্দারদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এবার সিংহাসনে বসেন সুলায়মান কররানীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররানী। বাংলায় আফগান শাসনকর্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ। দাউদ কররানী অদূরদর্শী শাসক ছিলেন। তাঁর সময়েই সম্রাট আকবর বাংলা দখল করে নেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মোগলদের হাতে বন্দি হবার পর দাউদ কররানীকে হত্যা করা হয়। ফলে বাংলায় কররানী আফগান বংশের শাসনের অবসান হয়।

সার-সংক্ষেপ

বাংলায় আফগান শাসনের সূচনা করেন শেরশাহ। মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি দিল্লি দখল করেন। একই সঙ্গে বাংলার উপরও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শেরশাহ ছিলেন শূর বংশের। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় এ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর আফগানদেরই আরেক বংশ কররানীদের শাসন শুরু হয়। তাজ খান বাংলার ক্ষমতা দখল করলে শুরু হয় কররানী বংশের শাসন। এ বংশের সবচেয়ে যোগ্য ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন সুলায়মান খান কররানী। শেষ শাসক দাউদ খান কররানীর সময় মোগল সম্রাট আকবর বাংলা জয় করেন। এর ফলে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. সাসারাম কোথায় অবস্থিত?
ক. দিল্লিতে খ. উড়িষ্যায় গ. বিহারে ঘ. ত্রিপুরায়

২. গৌড়ের নাম জান্নাতাবাদ কে রাখেন?
ক. বাবর খ. হুমায়ুন গ. শেরশাহ ঘ. তাজ খান

৩. বাংলায় কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা কে করেন?
ক. শেরশাহ খ. বাহাদুর শাহ গ. তাজ খান ঘ. সুলায়মান খান

৪. কালাপাহাড় কে ছিলেন?
ক. মোগল সেনাপতি খ. মগ সেনাপতি গ. কররানী সেনাপতি ঘ. শূর আফগান সেনাপতি

৫. কার সময় বাংলা মোগলদের হাতে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে?
ক. দাউদ খান কররানী খ. সুলায়মান কররানী গ. বায়োজিদ কররানী ঘ. তাজ খান কররানী

খ. মিল করুন

১. মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত জড়িয়ে পড়েন ——	১. বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানের যুদ্ধে।
২. শেরখান শূর উত্তরাধিকার সূত্রে ছিলেন ——	২. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে।
৩. শেরখান শূর দিল্লির সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করেন ——	৩. ইসলাম শাহ।
৪. শেরখান শূর —— উপাধি ধারন করে বিহারের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।	৪. দাউদ কররানী নিহত হওয়ার সময়ে।
৫. শেরশাহ দিল্লির সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন	৫. 'শেরশাহ'।
৬. শেরশাহের পুত্র ও উত্তারাধিকারী ——	৬. সাসারাস অঞ্চলের জায়গীরদার।
৭. বাংলায় কররানী আফগান বংশের অবসান হয়——	৭. শেরখান শূর।

গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন।
২. বাংলায় শূর বংশের শাসনকালের বর্ণনা দিন।
৩. বাংলায় কররানী বংশের শাসনকাল আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

☞ মোগল সম্রাট আকবর বাংলায় কেন সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
☞ সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

২.১ সম্রাট আকবরের বাংলায় সামরিক অভিযানের কারণ

কররানী বংশীয় সুলতান সুলায়মান তাঁর কৌশলী নীতি দ্বারা সম্রাট আকবরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু পিতার ন্যায় দাউদ কররানী এত বুদ্ধিমান ছিলেন না। বিশাল রাজ্য, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে তিনি নিজেকে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ভাবতে থাকেন। বাদশাহ উপাধি নিয়ে তিনি নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কিত করেন। এতদিন বাংলার আফগান শাসকগণ মোগলদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। দাউদ কররানীর আচরণে সম্রাট আকবর বাংলায় সামরিক অভিযানের কারণ পেয়ে যান।

সম্রাট আকবর বহুদিন থেকে কররানী রাজ্য জয়ের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধিকার তাঁর লক্ষ্য ছিল। তা ছাড়া আফগানরা এমনিতেই মোগলদের শত্রু ছিল। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস করাকে তিনি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেছিলেন। প্রথমে তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে নির্দেশ দেন কররানী রাজ্য দখল করার জন্য।

২.২ আকবরের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে মুনিম খান বিহার আক্রমণ করেন। প্রতিরোধ যুদ্ধে না গিয়ে দাউদ খান কররানী উজির লোদীর পরামর্শে মুনিম খানের সঙ্গে ধনরত্ন দিয়ে আপোস করেন। এতে সম্রাট আকবর অসন্তুষ্ট হন। তিনি পুনরায় মুনিম খানকে বাংলা বিহার অধিকার করার নির্দেশ দেন। পরের বছর মুনিম খান সর্বশক্তি নিয়ে আবার বিহার আক্রমণ করেন। দাউদ কররানী ও তাঁর সেনাপতিরা সুরক্ষিত পাটনা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সে কারণে সম্রাট আকবর স্বয়ং বিহার অভিযানে অগ্রসর হন। তিনি গঙ্গানদীর অপর তীরে হাজিপুর দখল করে পাটনা দুর্গের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এতে নিরাশ হয়ে আফগানরা বাংলার দিকে পালিয়ে যায়। আকবর পাটনা দুর্গ দখল করেন। এরপর মুনিম খানের উপর অভিযানের ভার দিয়ে তিনি রাজধানী আগ্রায় ফিরে যান।

বিহারের অন্যান্য স্থান অধিকার করে মুনিম খান বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কররানীদের রাজধানী ছিল তান্ডায়। তারা রাজধানী ছেড়ে হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে আশ্রয় নেয়। তান্ডা অধিকার করে মোগল সৈন্যরা সপ্তগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। দাউদ খান পালিয়ে যান উড়িষ্যায়। মুনিম খান ও মোগল সেনাপতি রাজা টোডরমল তাঁকে অনুসরণ করেন। তুকারয় নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় (৩ মার্চ ১৫৭৫ খ্রি.)। দাউদ খান কটক দুর্গে আশ্রয় নিলে মোগল সৈনরা তা ঘিরে ফেলে। দাউদ খান বাধ্য হয়ে মোগলদের সাথে সন্ধি করেন। কটকের সন্ধি নামে পরিচিত চুক্তি অনুযায়ী দাউদখান মোগল সম্রাটের সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসনের অধিকার পান। তিনি সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন।

মুনিম খান তান্ডায় ফিরে গেলে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন। এখানে প্লেগ রোগের মহামারীতে অনেক মোগল সৈন্য মারা যায়। এ বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে দাউদ খান পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরায় দখল করেন। তিনি রাজধানী তান্ডায় পুনঃপ্রবেশ করেন। ভাটির জমিদার ঈসা খান পূর্ব বাংলা হতে মোগল নৌবহর বিতাড়িত করেন। বাধ্য হয়ে মোগল সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে বিহারে আশ্রয় নেয়।

মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান খান জাহান হোসেন কুলি খানকে। রাজা টোডরমল তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন। রাজমহলের প্রবেশ পথে দাউদ খান মোগল সৈন্যদের বাধা দেন। সম্রাটের নির্দেশে বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতি আরো সৈন্য নিয়ে তাদের সাথে এগিয়ে আসেন। অবশেষে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের নিকট মোগল ও আফগানদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। রাজমহলের যুদ্ধ নামে পরিচিত এই লড়াইয়ে দাউদ খানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এভাবে বাংলায় কররানী-আফগান শাসন শেষ হয় এবং মোগল শাসনের সূত্রপাত ঘটে। তখন অবশ্য বাংলার বারভূঁইয়াদের কারণে মোগল অধিকার খুব বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি। বাংলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই মোগল শাসন সীমিত থাকে।

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট আকবর অনেক দিন থেকেই বাংলা বিজয়ের সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু কররানী বংশের আফগান শাসকরা বহুদিন সে সুযোগ দেননি। শেষ আফগান শাসক দাউদ খান তাঁর অহংকারী মনোভাব দেখিয়ে মোগল আক্রমণকে অনিবার্য করে তোলেন। তাঁর সময় সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা বিহার ও বাংলা আক্রমণ করে। উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁরা দাউদ ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ধাওয়া করে। শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় রাজমহলে (১৫৭৬ খ্রি.)। এ যুদ্ধে দাউদ কররানীর শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলা মোগল সম্রাট আকবরের অধিকারে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. জৌনপুরের শাসনকর্তা কে ছিলেন?

ক. রাজা মনি সিং খ. মুনিম খান গ. কালাপাহাড় ঘ. হোসেন কুলি খান

২. দাউদ খানের হাত থেকে আকবর কোন দুর্গ দখল করেন?

ক. আগ্রার দুর্গ খ. কটক দুর্গ গ. পাটনা দুর্গ ঘ. চুনার দুর্গ

৩. কররানী আফগানদের রাজধানী কোথায় ছিল?

ক. হাজিপুরে খ. তান্ডায় গ. সপ্তগ্রামে ঘ. কলকাতায়

৪. রাজমহলের যুদ্ধ কত সালে হয়?

ক. ১৫৭২ সালে খ. ১৫৭৪ সালে গ. ১৫৭৬ সালে ঘ. ১৫৭৮ সালে

৫. প্রথমদিকে মোগল শাসন বাংলার কোন অঞ্চলের মধ্যেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল?

ক. উত্তর-পূর্ব খ. দক্ষিণ-পশ্চিম গ. দক্ষিণ-পূর্ব ঘ. উত্তর-পশ্চিম

খ. এক কথায় উত্তর দিন

১. মুনিম খান কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন?
২. ঈশা খান কোথাকার জমিদার ছিলেন?
৩. বিহারের কোন শাসনকর্তা মোগলদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন?
৪. টোডরমল কে ছিলেন?
৫. মুনিম খান কিভাবে মারা যান?
৬. কোন যুদ্ধে দাউদ খানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে?
৭. কি কারণে বাংলায় মোগর অধিকার খুব বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি?

গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট আকবরের বাংলা অভিযানের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের বর্ণনা দিন।

পাঠ-৩ : বাংলার বারভূঁইয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

☞ বাংলার বারভূঁইয়াদের পরিচয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
☞ সম্রাট আকবরের সময়ে বারভূঁইয়াদের প্রতিরোধ সম্পর্কে অবহিত হবেন।
☞ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বারভূঁইয়াদের কিভাবে দমন করা হয় তা বর্ণনা দিতে পারবেন।

৩.১ বাংলার বারভূঁইয়াদের পরিচয়

সম্রাট আকবর পুরো বাংলার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তখন মোগল অধিকার উত্তর-পশ্চিম বাংলার নগর ও দুর্গ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মোগল শাসন মেনে নেয়নি। দীর্ঘদিন তারা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর ছিল। দাউদ কররানীর হত্যার পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান এবং হিন্দু সামন্ত প্রধান স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একজোট হয়ে তাঁরা মোগল সেনাপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ বারভূঁইয়া নামে পরিচিত। তবে বার বলতে বারো জনের সংখ্যা বুঝায় না।

বারভূঁইয়ার উৎপত্তি হয় বাংলার আফগান শাসন আমলে। সে সময় সামরিক কর্মচারীদের জায়গীর দেওয়া হতো। বারভূঁইয়াদের কেউ কেউ এসব জায়গীরদারদের বংশধর ছিলেন। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ের জন্য তখন ইজারাদার নিয়োগ করা হতো । কোন কোন ক্ষেত্রে ইজারাদারী বংশগত হয়ে পড়ে এবং এসব ইজারাদাররা পরবর্তীকালে জমিদার নামে পরিচিত হন। আফগান শাসন পতনের পর অনেক পাঠান সরদার বাংলায় আশ্রয় নেন। এদের কেউ কেউ একটি অঞ্চল দখল করে স্বাধীন জমিদারির প্রতিষ্ঠা করেন। বারভূঁইয়াদের প্রধান নেতা ছিলেন সোনারগাঁওয়ের জমিদার ঈসা খান। হুসেন শাহী বংশের অবসান হলে ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান সোনারগাঁও অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ভাওয়ালের গাজী পরিবার জমিদারি গড়ে তোলে শেরশাহের বাংলা জয়ের পূর্বেই। এভাবে ক্রমে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, বরিশাল, নোয়াখালী, সিলেট অঞ্চলে অনেক বড় বড় জমিদারি গড়ে ওঠে। বাংলার পশ্চিম অংশেও বেশ কিছু জমিদারি সৃষ্টি হয়। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এসব জমিদারি ছিল। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে বাঁকুড়ার বীর হামির, চন্দ্রদ্বীপের পরমান্দ রায়, ভূলুয়ার লক্ষ্মণমানিক্য, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, পাবনার রাজা রায়, মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় প্রধান ছিলেন।

৩.২ সম্রাট আকবরের সময়কালে বারভূঁইয়াদের প্রতিরোধ

বারভূঁইয়াদের দমন করে সম্রাট আকবর পুরো বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁর সুবাদার শাহবাজখান, সাদিকখান ও রাজা মানসিংহ বহুবার ঈশাখান ও অন্যান্য জমিদারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। রাজা মানসিংহ একবার ঈসাখানের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈসাখানের মৃত্যুর পর বারভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসা খান। রাজা মানসিংহ ১৬০১ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় আসেন। এবার তিনি জমিদারদের শক্তি খর্ব করতে কিছুটা সফল হন। কিন্তু সম্রাট আকবরের অসুস্থতার জন্য ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ফিরে যেতে হয়।

৩.৩ সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বারভূঁইয়াদের দমনের ব্যবস্থা

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার বারভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়। এ কাজে পুরোপুরি সফল হন সুবাদার ইসলাম খান। তিনি বারভূঁইয়াদের দমনের উদ্দেশ্য বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। কারণ জমিদারদের নেতা মুসাখানের মূল ঘাঁটি ছিল ঢাকার অদূরে সোনারগাঁওয়ে। ঢাকায় আসার পথে ইসলাম খান কুটকৌশলে কয়েকজন জমিদারের আনুগত্য পেয়ে যান। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বারভূঁইয়াদের প্রতিহত করার জন্য তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর ব্যবহার করেন।

মুসা খানের সাথে মোগল সৈন্যদের প্রথম সংঘর্ষ হয় ১৬০৯ খ্রিস্টব্দে করতোয়া নদীর পূর্ব তীরে যাত্রাপুরে। এখানে মুসা খানের দুর্গ ছিল। প্রথম দিকে মোগল সৈন্যদের ক্ষতি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলাম খানের আক্রমণের মুখে মুসা খান ও তাঁর মিত্র জমিদারগণ পিছু হটতে বাধ্য হন।

এবার মুসা খানের নেতৃত্বে জমিদারদের নৌবহর একত্রিত হয় শীতলক্ষ্যা নদীতে। এখানেও ইসলাম খানের সৈন্যদের আক্রমণে বারভূঁইয়াদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত মুসা খানের কদম রসুল ও অন্যান্য দুর্গ মোগলদের অধিকারে চলে আসে। মুসা খান আশ্রয় নেন সোনারগাঁওয়ে। কিন্তু মোগলরা সোনারগাঁও দখল করে নেয়। নিরুপায় হয়ে বাহাদুর গাজীসহ অন্যান্য জমিদারগণ একে একে আত্মসমর্পণ করেন। শেষ পর্যন্ত মুসা খানও বাধ্য হন

আত্মসমর্পণ করতে। সুবাদার ইসলাম খান তাঁর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন। তিনি মুসা খানকে তাঁর জমিদারিতেই মোগলদের অধীনস্থ জায়গীরদারের দায়িত্ব দেন।

মুসা খানের আত্মসমর্পণের পর অনেক জমিদারই নিরাশ হয়ে পড়েন। একে একে সবাই মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। ভূলুয়ার অনন্ত মানিক্য মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি আরাকানে পলায়ন করেন। সিলেট অঞ্চলের আরেক জমিদার উসমান লোহানী মোগল সম্রাটের আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হননি। মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি প্রাণ হারান। এভাবে বাংলার বারভূঁইয়াদের শাসনের অবসান হয়।

সার-সংক্ষেপ

বাংলায় আফগান শাসনকাল বেশ কিছু স্বাধীন জমিদারের উদ্ভব হয়। ইতিহাসে তাঁরা বারভূঁইয়া নামে পরিচিত। বারভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খান ও মুসা খান জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ করে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে অনেক চেষ্টা করেও এসব জমিদারদের দমন করা সম্ভব হয়নি। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নতুনভাবে চেষ্টা চলে। সুবাদার ইসলাম খান তাঁদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নেন। ফলে জমিদারগণ একে একে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এভাবে বাংলার বারভূঁইয়াদের শাসনকালের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. বারভূঁইয়া কাদের বলা হতো?
   ক. বারজন জমিদার
   খ. মোগল সেনাপতিদের
   গ. বাংলার স্বাধীন জমিদারদের
   ঘ. আফগান সর্দারদের

২. বারভূঁইয়াদের প্রধান নেতা কে ছিলেন?
   ক. শেরশাহ
   খ. ঈসা খান
   গ. মান সিংহ
   ঘ. কালা পাহাড়

৩. কোন মোগল সুবাদার ঈসা খানের সঙ্গে সন্ধি করেন?
   ক. ইসলাম খান
   খ. শাহবাজ খান
   গ. রাজা মানসিংহ
   ঘ. শায়েস্তা খান

৪. ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন কে?
   ক. ঈসা খান
   খ. মানসিংহ
   গ. সম্রাট আওরঙ্গজেব
   ঘ. ইসলাম খান

৫. মোগলদের কাছে পরাজিত হয়ে কোন জমিদার আরাকানে পলায়ন করেন?
   ক. মুসা খান
   খ. কেদার রায়
   গ. অনন্ত মানিক্য
   ঘ. উসমান লোহানী

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বারভূঁইয়া কারা? তাঁদের পরিচয় দিন।
২. বারভূঁইয়াদের কিভাবে দমন করা হয়েছিল তার বর্ণনা দিন?
৩. সম্রাট আকবরের সময়কালে বারভূঁইয়াদের অবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বারভূঁইয়াদের অবস্থার বিবরণ দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৬

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. বাংলায় কীভাবে আফগান শাসনের সূচনা হয়? বাংলায় শূর আফগান বংশের শাসনকাল বর্ণনা করুন।
২. বাংলায় কররানী আফগানদের শাসনামল বর্ণনা করুন।
৩. দিল্লির সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. বাংলার বারভূঁইয়াদের পরিচয় দিন এবং কিভাবে তাদেরকে দমন করা হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।